58

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...18 DEC 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩ .....

শিক্ষকদের অপমানের শেষ কোথায় ?

বিগত ৩০-১১-৯৮ তারিখের একটি দৈনিকে পত্রিকায় "ক্লাস চলবে ৯টা-৫টা" এবং "কলেজ পালানো শিক্ষকদের তালিকা তৈরীর নির্দেশ" শীর্ষক সংবাদটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে কলেজ শিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলা সম্পর্কে যে ভাষায় ও শিরোনামে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তা আশা করিনি। কেননা, সংবাদটি যথাযথ তথ্যভিত্তিক ও শোভন নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বাক্ষরিত ও কলেজ অধ্যক্ষদের নিকট প্রেরিত ০৩-১১-৯৮ তারিখের পত্রে কলেজের রুটিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টার কথা বলা হলেও প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী 'কলেজ পালানো শিক্ষকদের তালিকা তৈরীর নির্দেশের' কোন কথা উল্লেখ নেই। পত্রিকার সংবাদদাতার ভাষ্যে উল্লেখিত 'কলেজ পালানো' প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, পিতামাতা বা অভিভাবকের পরে যাদের স্থান তাঁদের সম্বন্ধে 'কলেজ পালানো'র মত ভাষা প্রয়োগ কতটা রুচিসম্মত বা সম্মানজনক সে বিচার বা মূল্যায়নের দায়িত্ব সকলের।

তবে শিক্ষক হোক বা সাংবাদিক হোক, প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট জবাবদিহিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রায় ঢালাওভাবে শব্দ প্রয়োগ করে একটি অভিভাবক সম্প্রদায়কে মানসিকভাবে আঘাত দেয়া বা সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা কতটা সংগত সে বিচারের ভারও একান্তই সংশ্লিষ্টদের। তবে একান্ত বিনয়ের সাথে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, কর্তব্য কর্মে অবহেলাকারী তিনি শিক্ষক বা সাংবাদিক যেই হোন না কেন জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় সকলেই দাঁড়াতে বাধ্য— তবে ভাষা বা শব্দ প্রয়োগ হওয়া উচিত সুনির্দিষ্ট, মার্জিত ও শোভন। 'সাংবাদিক ভাইয়েরা তাদের দায়িত্ব বস্তুনিষ্ঠভাবে পালন করেন না' এমন কথা যেমন ঢালাওভাবে বলা, গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি পরোক্ষ হলেও এমন কথা সাধারণভাবে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয় যে, শিক্ষকেরা কলেজ থেকে পালান।

রিপোর্টের হেডিং-এ কলেজ শিক্ষকদের যেভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে তাতে অত্যন্ত মর্মাহত হলেও চাকুরীবিধি যথারীতি অনুসরণ না করে শিক্ষক যদি তার কর্তব্যকর্ম পালন না করেন তার বিরুদ্ধে নিয়মানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে আমি যেমন একমত তেমনি সমগ্র শিক্ষকমণ্ডলীর তাতে দ্বিমত পোষণ করার কথা নয়। তবে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই হোক ঢালাওভাবে দোষারোপ বা চরিত্র হনন কাংক্ষিত হতে পারে না। এটা সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি যে, এখন পর্যন্ত আদর্শনিষ্ঠ, সৎ, বিবেকবান ও কর্তব্যকর্মে অবিচল সম্প্রদায় বলতে শিক্ষক সমাজকেই বুঝায়। কিন্তু কি ধরনের চরম প্রতিকূল পরিবেশে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেন? চরম দারিদ্র্য প্রপীড়িত এ মানুষ গড়ার কারিগরদের সম্বন্ধে কয়েক দশক আগেই কবি আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'তালেব মাস্টার' ও অন্যান্য কবিতায় যথার্থই লিখেছিলেন 'আমি যেন সেই হতভাগ্য বাতিওয়ালা, বাতি দিয়ে বেড়ানোই যার কাজ কিন্তু নিজের জীবনই অন্ধকারমালা।' তাইতো দেখা যায়, ৪০ বছর শিক্ষকতার পরও একজন শিক্ষকের দাফনের কাপড় জোটে না— প্রায় ভিক্ষা করেই তার পরিবারের সদস্যদের তা সংগ্রহ করতে হয়। হ্যাঁ, এটাই ঠিক যে, উৎসব ভাতা, আবাসিক ভাতার অনুপস্থিতিই শুধু নয়, দাফনের কাপড়ও জোটে না অনেকেরই। এটাই পরিণতি শিক্ষকদের। তারপরও সাংবাদিক বন্ধুদের উদ্দেশে বলব ঃ যত পারুন অপমান ও অসম্মানের চাবুক দিয়ে ঢালাওভাবে ক্ষত-বিক্ষত করুন শিক্ষকদের, যাতে ভবিষ্যতে এ পেশায় আর কেউ না আসে।

—প্রফেসর কাজী ফারুক আহমেদ,
অধ্যক্ষ, শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ, ঢাকা।